নতুন বেতনকাঠামো

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য অষ্টম জাতীয় বেতনকাঠামোর প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর। গত বছরের ২১ ডিসেম্বর জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান **মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** সরকারের কাছে সুপারিশসংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। সুপারিশ ও প্রজ্ঞাপনের নানা দিক নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গত বৃহস্পতিবার ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কার্যালয়ে বসে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেন

নতুন বেতনকাঠামো দুর্নীতি কমাবে

প্রথম আলো : আপনার কমিশনের সুপারিশের কতটা দেখতে পাচ্ছেন অষ্টম জাতীয় বেতনকাঠামোতে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সুপারিশের অন্তত ৯০ শতাংশের বাস্তবায়ন হবে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। এ জন্য প্রথমেই আমি সরকারকে ধন্যবাদ দিতে চাই। শুধু শেখ হাসিনার সরকার বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাঁর অসীম সাহসের কারণেই জনসেবায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য এযাবৎকালের সবচেয়ে ভালো বেতনকাঠামোটি হলো। একটি দ্রুতলয়ের অগ্রসরমাণ অর্থনীতির গণতান্ত্রিক দেশে যে ধরনের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং তাঁদের জন্য যে ধরনের বেতনকাঠামো দরকার, নতুন বেতনকাঠামোতে যথাসম্ভব তা আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। প্রজ্ঞাপনটি করতে অবশ্য সময় লেগে গেছে বেশি। এই কাজটি করতে দুই থেকে আড়াই মাসের বেশি সময় লাগে না, কিন্তু সরকার নিয়ে নিল প্রায় এক বছর।

প্রথম আলো : সবকিছু ঠিকই আছে বলে আপনি বলছেন?

ফরাসউদ্দিন : সেটা বলছি না। বড় হতাশার চিত্রও আছে। কমিশনের সুপারিশ ছিল বেতনকাঠামোর ২০টি ধাপ (গ্রেড) থেকে কমিয়ে ১৬টি করা। কিন্তু সরকার ২০টিই রেখে দিল। যদিও ভবিষ্যতে তা কমিয়ে আনার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। বৈষম্য কমানোর জন্যই তা দরকার। আমাদের সুপারিশে নিচের ধাপগুলোতে একটি থেকে আরেকটির অন্তত ৫০০ টাকার ব্যবধান ছিল। এখন দেখছি ২০০ টাকার ব্যবধানও আছে অনেকগুলোতে। এটা উচিত হয়নি।

প্রথম আলো : টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড তো শেষ পর্যন্ত বাতিলই হলো। এই সুপারিশটি কেন করেছিলেন?

ফরাসউদ্দিন : এর ভেতরে বড় ধরনের গলদ আছে। দুর্নীতিও অন্তর্নিহিত থাকে এতে। কোনো নিয়মকানুনের বালাই নেই। আবার সবাই টাইম স্কেল-সিলেকশন গ্রেড পান না। ঔপনিবেশিক আমলের এফিশিয়েন্সি বারে (ইবি) আটকে যান অনেকে। মোট কথা, এই পদ্ধতি কর্মচারীদের ন্যায্যতার নিশ্চয়তা দেয় না। তা ছাড়া হাজার হাজার মামলা রয়েছে। এসব বিবেচনায় বাতিলের সুপারিশ করেছিলাম। পরে দেখলাম সচিব কমিটিও একই মত দিল। আর প্রজ্ঞাপনে দেখলাম শেষ পর্যন্ত বাতিল হলো এবং ভালোই হলো।

প্রথম আলো : এই বাতিলে কর্মচারীরা তো ক্ষুব্ধ...

ফরাসউদ্দিন : তাঁদের বেতনের বার্ষিক বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) গড়ে ৫ শতাংশ। চক্রবৃদ্ধি হারে এটা হবে। যত দিন যাবে, বিষয়টির সুফল তাঁরা বুঝতে পারবেন। আমি তো মনে করি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ যেখানে মূল্যস্ফীতির হার, সেখানে এই বার্ষিক বৃদ্ধিতে কাভার হয়ে যায়। আর ১০ বছর পরে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন এবং ১৬ বছর পরে আবার পরবর্তী উচ্চতর ধাপে বেতন পাওয়ার বিষয়টি তো আছেই।

প্রথম আলো : এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নতুন কাঠামোতে বেতন পাওয়ার বিষয়টি তো সুরাহা হলো না।

> প্রজ্ঞাপনটি করতে অবশ্য সময় লেগে গেছে বেশি। এই কাজটি করতে দুই থেকে আড়াই মাসের বেশি সময় লাগে না, কিন্তু সরকার নিয়ে নিল প্রায় এক বছর

ফরাসউদ্দিন : কী বলব। তাঁরা আসলে বেশ শক্তিধর এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড স্বচ্ছ নয়। অনেক প্রশ্ন আছে। আগে কী হতো? আগে তাঁরা বেতন পেতেন শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে বেতন নেওয়া হয়, তার কোনো হিসাব নেই কেন? বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশে আমি বলছি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকাটার কোনো মা-বাপ নেই। শিক্ষকদের বেতন তো এখন সরকার দিচ্ছে। তাঁরা কেন এই টাকাটা সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন না?

প্রথম আলো : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও তো মাঝখানে আন্দোলনে নামতে হলো।

ফরাসউদ্দিন : এই বিষয়টি নিয়ে আমি ব্যথিত। সমাজে বেশি শ্রদ্ধার আসনে যাঁরা আছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা হয়তো আমি যা বলেছি, তাতে আহত হয়েছেন। বুঝতে হবে যে কমিশন হচ্ছে সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান। যেমন সুপারিশ ছিল ১৬টি ধাপের, হয়েছে ২০টি। কী করা হবে, তা সম্পূর্ণই সরকারের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরোধ যখন শুরু হলো, সরকারের অনেকের সঙ্গে তখন অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে আমার। যেটুকু জানতে পারলাম, এবার যাঁরা দ্বিতীয় ধাপে আছেন, পদ সৃষ্টি করে তাঁদের প্রথম ধাপে উন্নীত করা হবে।

প্রথম আলো : ক্যাডার-নন ক্যাডারেও তো বৈষম্য করা হলো এবারের কাঠামোতে।

ফরাসউদ্দিন : উন্মুক্ত পরীক্ষা দিয়ে যিনি ক্যাডার কর্মকর্তা হয়েছেন, তাঁকে আপনি বেশি দেবেন না?

প্রথম আলো : একজন পরমাণুবিজ্ঞানী তো নন-ক্যাডার কর্মকর্তা। মেধার বিচার ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় তাঁর গুরুত্বও তো কম নয়। তাঁকে আপনি কম বেতন দেওয়ার পক্ষে?

ফরাসউদ্দিন : ভালো প্রসঙ্গ তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক শ্রেণিটিকে প্রধানমন্ত্রীই অনেক শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। দেখার কথাও। আমি মনে করি, এই শ্রেণিটিকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে একেবারেই আলাদা করে ফেলা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, এ দেশের উন্নয়নে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও কিন্তু অসামান্য। জেনেটিকসে যেমন উল্লেখ করতে পারি হাসিনা খানের কথা। তাঁদের অবদান নিয়ে তেমন কেউ কথা বলেন না। তাঁদের নিয়ে আলাদা মেধা ক্যাডার হওয়া উচিত। আমি বলব, তাঁদের জন্য রুটিনবহির্ভূত মনোযোগ দেওয়া উচিত। তবে দেশ চালাতে গেলে যেহেতু প্রশাসনকে লাগে, তাই এমনও করা ঠিক হবে না, যাতে প্রশাসনের মন খারাপ হয়। আবার ধরুন যে মৎস্য খাত ও পোলট্রি। অত্যন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র।

প্রথম আলো : নতুন কাঠামোর ভাতাগুলো নিয়ে কিছু বলবেন?

ফরাসউদ্দিন : শিক্ষা ভাতা, স্বাস্থ্য ভাতা অল্প হলেও বেড়েছে। সরকারকে অনুরোধ করব স্বাস্থ্য ভাতার একটা অংশ বিমার আওতায় আনতে। কমিশনের সুপারিশে এটা ছিল।

প্রথম আলো : সমৃদ্ধির সোপান ব্যাংক নামে একটা ব্যাংক গঠনের সুপারিশ ছিল কমিশনের...

ফরাসউদ্দিন : ছিল। ব্যাংকটি হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, এটি যেন দক্ষ হাতে পড়ে।

প্রথম আলো : নতুন বেতনকাঠামো বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের সমস্যা হবে না?

ফরাসউদ্দিন : অর্থ সংস্থানের কথা কমিশনের সুপারিশে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে। বেতন-ভাতা দিতে আগে বাজেটের ১৫ শতাংশ ব্যয় হতো। এখন হবে ১৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। বিশ্বজুড়েই রীতি আছে, এটা ২০ শতাংশ পর্যন্ত মানানসই। অর্থসচিবও দেখলাম সেদিন বললেন, নতুন বেতনকাঠামোর অর্থ বাজেটেই ধরা আছে।

প্রথম আলো : আপনি বললেন, প্রজ্ঞাপন করতে দেরি হয়েছে। এতে অসুবিধা হয়েছে কোনো?

ফরাসউদ্দিন : আমি বলেছি, প্রজ্ঞাপন করতে এত বেশি সময় লাগে না। তবে এতে কারও কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। নতুন বেতনকাঠামো সত্যিই দেশসেবায় সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি। একটা কারণে আমি খুশি যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন প্রায় দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ কেউ করেনি, করতে পারেনি।

প্রথম আলো : একশ্রেণির সরকারি কর্মচারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘুষ-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। নতুন বেতনকাঠামো কি ঘুষ-দুর্নীতি কমাতে সহায়ক হবে?

ফরাসউদ্দিন : দেখুন, আমাদের সম্পদ সীমিত। এর মধ্যেও অর্থনীতি বড় হচ্ছে। আজকাল বিশ্বব্যাংককেও দেখি বাংলাদেশকে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে। আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ভালো-খারাপ দুই-ই আছে। এটা তো ঠিক, কর্মচারীদের ভালো না দিয়ে, ভালো না রেখে, তাঁদের কাছ থেকে বেশি ভালো কিছু আশা করাও কঠিন। কেউ কেউ আছেন স্বভাব দুর্নীতিবাজ। এঁদের কথা আলাদা। আমি যদি এখন ধরে নিই যে বেশির ভাগই ভালো, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী। আবার যদি এ-ও ধরে নিই যে স্বেচ্ছায় নয়, বরং অবস্থার চাপে পড়ে কেউ কেউ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আমি বলব, এবারের বেতনকাঠামো দুর্নীতি কমাবে। অন্তত ওইসব কর্মচারীর মনে দুর্নীতির প্রবৃত্তি জাগতে দেবে না।

● সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ফখরুল ইসলাম**